158714 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিহ্নিাবশষে দয়িে বরকত লাভ করা জায়যে; তনিি ছাড়া অন্য কারোটা দয়িে জায়যে নয়

প্রশ্ন

প্রয়ি মুসলমি ভাইয়রো, আমি ইন্টারনটেে একটি ওয়বে সাইট ভজিটি করছে।ি সখোনে আমি এমন একটি তথ্য পয়েছে িযটোকে আমার কাছে বদিআত মনে হয়; আল্লাহ্ই ভাল জাননে। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে এ হাদসিরে বশিুদ্ধতার ব্যাপারে অবহতি করবনে। কনেনা হাদসিটরি ব্যাপারে আমার সন্দহে হচ্ছ।ে সহহি মুসলমিরে অধ্যায় ২৪ হাদসি নং ৫১৪৯ এ আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) এর ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ্ (সে ছলি আতা এর ছলেরে মামা) থকেে বর্ণতি আছে য,ে তনিি বলনে: “আসমা আমাকে আব্দুল্লাহ্ বনি উমররে কাছে এই কথা বলতে পাঠালনে য,ে আমার কাছে সংবাদ এসছে েয,ে তুমি নাকি তনিটি জনিসিকে হারাম মনে কর। কাপড়ে (রশেমরে) নকশা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং এর মীছারা (রশেমরে তরৈী লাল বর্ণরে হাওদার আচ্ছাদন) ও রজবরে পুরো মাস রোযা পালন করা।

তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বললনে, আপনি যে রজব মাসরে রোযা হারামরে কথা বললনে এটা এমন ব্যক্তরি পক্ষে কভিাবে বলা সম্ভব যনিি সারা বছর রোযা পালন করনে? আর আপনি যে কাপড়ে (রশেমরে) পাড় বা নকশার কথা বললনে, এ সমন্ধে আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনছে িয,ে তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনছে,ি রশেমী কাপড় কবেল সে লোকেই পরবে (পরকালে) যার কোন হসিসা নইে। তাই আমার আশংকা হল নকশাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পার।ে আর গাঢ় লাল রঙ-এর মীছারা (পর্দার আচ্ছাদন): এই তো আব্দুল্লাহর মীছারা। দখেলাম, আসলইে সটেি গাঢ় লাল রং-এর (সুতি বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আসমা (রাঃ) এর কাছে ফরিে গলোম এবং তাঁকে এ বষিয়ে খবর দলিাম। তখন তনিি বললনে: এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুব্বা। এই বলে তনিি একটি তায়লামান কসিরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কসিরার দকিে সন্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং এর একটি জুব্বা বরে করলনে যার পকটেটি ছলি রশেমরে তরৈি এবং এর দুই পাশরে ফাঁড়া ছলি খাঁটি রশেমরে টুকরা দ্বারা আবৃত। তনিি বললনে, এটি আয়শির মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছইে ছলি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটি নয়িছে।ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরধিান করতনে। তাই আমরা রোগীদরে আরোগ্য হাসলিরে জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদরে কে পান করয়িে থাকি।” এ হাদসি সহহি কনিা?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এ হাদসিটি ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে (২০৬৯) বর্ণনা করছেনে; যমেনটি প্রশ্নকারী ভাই উল্লখে করছেনে ঠকি সে ভাষায়।

ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থওে (১৮২) সংক্ষপেে হাদসিটি সংকলন করছেনে। বাইহাকী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (৪৩৮১) আব্দুল মালকি (তনিি হচ্ছনে আবু সুলাইমান এর ছলেে) এর সূত্রে একই সনদে হাদসিটি উল্লখে করছেনে। এই সনদটি মুত্তাসলি ও সহহি; এর বর্ণনাকারীগণ সকলে নর্িভরযোগ্য। এ হাদসিটরি শুদ্ধতা সাব্যস্তরে জন্য হাদসিটি সহহি মুসলমিে থাকাই যথষ্টে। এ হাদসিকে কউে প্রশ্নবদ্ধি করে কথা বলছেনে মর্মে আমাদরে জানা নইে। সুতরাং এমন একটি হাদসিকে কটাক্ষ করা কংিবা এটাকে সহহি বলা থকেে বরিত থাকা নাজায়যে।

এ হাদসিটরি ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলনে:

রজব মাসে রোযা রাখা হারাম মর্মে যে সংবাদ ইবনে উমর থকেে বর্ণনা করা হয়ছেে তনিি সে সংবাদকে অস্বীকার করছেনে। বরং তনিি জানাচ্ছনে য, তনিি গোটা রজব মাস রোযা রাখনে; যহেতেু তনিি সারা বছর রোযা পালন করনে। সারা বছর রোযা পালন করনে মানে দুই ঈদরে দনিগুলো ও তাশরকিরে দনিগুলো ব্যতীত। এটি ইবনে উমর (রাঃ), তাঁর পতিা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আয়শিা (রাঃ), আবু তালহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদরে অভমিত। ইমাম শাফয়েি ও অপরাপর কছিু আলমেরে অভমিতও হচ্ছ, সারা বছর রোযা রাখা মাকরূহ নয়।

আর আসমা (রাঃ) কাপড়ে (রশেমরে) নকশা করা হারাম মর্মে ইবনে উমর (রাঃ) এর যে অভমিত উল্লখে করছেনে ইবনে উমর (রাঃ) সটো স্বীকার করনেনি। বরং তনিি জানয়িে দনে য, তনিি এ ব্যাপারে অতরিক্তি সাবধানতা অবলম্বন করনে এ আশংকা থকেে যনে রশেম সম্পর্কে সাধারণ যে নষিধোজ্ঞা এসছেে তার অধীনে নকশা যনে পড়ে না যায়। আর মীছারা সম্পর্কে তার থকেে আসমার কাছে যা পৌঁছছেে সটোও তনিি অস্বীকার করনে। তনিি বলনে: এটাই তো আমার মীছারা। সে মীছারাটি ছলি আরজুওয়ানরে তরৈী। আরজুওয়ান দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছ- লাল রঙরে; রশেমরে তরৈী নয়। বরং সটেি ছলি পশম কংিবা অন্য কছিু দয়িে তরৈী। যসেব হাদসিে আরজুওয়ানরে মীছারা থকেে নষিধে করা হয়ছেে সসেব হাদসিরে বধিান রশেম ব্যবহার করা নষিধেকারী হাদসিসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ হব।

আর আসমা (রাঃ) য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে রশেমরে হাতাযুক্ত জুব্বা বরে করে দখেয়িছেনে সটো এ কথা বুঝানোর জন্য করছেনে য, এ ধরণরে জামা ব্যবহার হারাম নয়। শাফয়েি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবরে এটাই অভমিত য, যদি কোন জুব্বা, কংিবা পাগড়রি পার্শ্ব বশিষে রশেমরে তরৈী হয় যদি সে রশেমরে পরমিাণ চার আঙ্গুলরে চয়েে বশেি না হয় তাহলে সটো ব্যবহার করা জায়যে। চার আঙ্গুলরে বশেি হলে হারাম।

এ হাদসি থকেে প্রমাণ পাওয়া যায় য, রশেম সম্পর্কে যে নষিধোজ্ঞা এসছেে সটো সম্পূর্ণ পোশাক রশেম দয়িে তরৈী হলে কংিবা বশেরি ভাগ অংশ রশেম দয়িে তরৈী হলে সে পোশাকরে ক্ষত্রেে। এ নষিধোজ্ঞার দ্বারা আংশকি রশেমরে ব্যবহার

হারাম হওয়া উদ্দশ্যে নয়; যমেনটি মদ ও স্বর্ণরে ক্ষত্রেে উদ্দশ্যে। কারণ মদ ও স্বর্ণরে ক্ষুদ্র অংশও হারাম।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আর আসমা (রাঃ) হাদসিরে শষোংশে যে কথা বলছেনে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরধিান করতনে। তাই আমরা রোগীদরে আরোগ্য হাসলিরে জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদরেকে পান করয়িে থাকি।" এ ধরণরে বরকত গ্রহণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে খাস। সলফে সালহেীনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে চহি্নাবশষে ছাড়া অন্য কারো চহি্নাবশষে এর ক্ষত্রেে এ ধরণরে কাজ করতনে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।